ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১২ সংখ্যা : ৪৭
জুলাই : সেপ্টেম্বর ২০১৬

শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষণ ও বেচাকেনা

ড. মোঃ মুহসিন উদ্দিন*
মুফতী মহিউদ্দীন কাসিমী**

Copyright Protection and Sale in the light of the Sharī‘ah

ABSTRACT

The economic importance of an article is a testimony to the creativity of the mind of the writer. In this regard, the issue of copyright has attained importance in the context of the discovery of the printing press and the rise of the economic activities of publishing houses. As a result, there has arisen a necessity to understand the copyright concept in the light of Islam. Keeping this necessity in mind, the article presents the opinions of early and modern scholars the issue of copyright and a discussion on Shariah rulings pertaining to it. The article uses descriptive methods to prove that copyright is a type of wealth similar to other types of wealth. Every owner of wealth has the right to protect and sell his wealth. Thus the owner to a copyright has the right to protection and sale of goods as entitled to in lieu of his copyright.

Keywords: copyright; solid right; wealth; sharī‘ah.

সারসংক্ষেপ

লেখকের মস্তিষ্ক নি:সৃত উৎপাদন হিসেবে লিখনীর অর্থনৈতিক গুরুত্ব স্বীকৃত। বিশেষত মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কার ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের বাণিজ্যিক তৎপরতার প্রেক্ষিতে গ্রন্থস্বত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গে পরিণত হয়েছে। ফলে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রন্থস্বত্বের বিধান নির্ণয় সময়ের অনিবার্য প্রয়োজনে পরিণত হয়েছে। এ প্রয়োজনীয়তাকে সামনে রেখে গ্রন্থস্বত্বের বিধান সম্পর্কে পূর্বসূরী ও আধুনিক আলিমগণের মতামত উপস্থাপন ও এর শরয়ী বিধান বর্ণনার উদ্দেশ্যে বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে। বর্ণনামূলক পদ্ধতি অবলম্বনে রচিত এ প্রবন্ধ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, গ্রন্থস্বত্ব অন্যান্য সম্পদের মতো একটি সম্পদ। প্রত্যেক মালিক নিজের সম্পদ সংরক্ষণ ও বিক্রির অধিকার রাখেন। তাই গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষণ করা ও এর বেচাকেনার পূর্ণ অধিকার গ্রন্থ প্রণেতার রয়েছে।

মূলশব্দ: গ্রন্থস্বত্ব; নিরেট স্বত্ব; সম্পদ; শরীয়াহ।

* চেয়ারম্যান, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ও ডীন, কলা অনুষদ, এশিয়ান ইউনির্ভার্সিটি অব বাংলাদেশ।
** মুহাদ্দিস, জামিয়া কাসিমিয়া নরসিংদী।

ভূমিকা

গ্রন্থস্বত্ব অর্থ যে কোন বিষয় সম্পর্কিত আক্ষরিক লিখিত রচনার মালিকানা। যে মালিকানা উক্ত গ্রন্থ প্রকাশের অধিকার প্রদান করে। অতএব, গ্রন্থস্বত্ব বলতে কোন বই বা রচনাকর্ম প্রকাশ করার অধিকার। পৃথিবীতে হস্তলিপি আবিষ্কার হওয়ার পর থেকেই মানুষ লিখে আসছে। মনের ভাব প্রকাশের দুটি প্রধান মাধ্যম রয়েছে, বলা ও লেখা। কোন বক্তব্য ও বিষয় দীর্ঘদিন ধরে রাখার উৎকৃষ্ট উপকরণ হল লেখা। ভুলে গেলেও লেখা দেখে বিষয়টি মনে করা সম্ভব। তাই সর্বকালেই লেখার গুরুত্ব ছিল। কাগজ উদ্ভাবনের আগপর্যন্ত মানুষ গাছের ডাল, পাতা, হাড্ডি, পাথর ইত্যাদি বস্তুতে লিখত। একটি সময় কাগজ আবিষ্কার হলেও ছাপাখানা ছিল না। হাত দ্বারাই লেখার প্রয়োজন মিটানো হতো। সাধারণ পুস্তকের চেয়ে ধর্মীয় পুস্তক লেখার প্রতি গুরুত্ব ছিল বেশি। তবে মুদ্রণযন্ত্র ও ছাপাখানা আবিষ্কারের পর বই-পুস্তক ছাপানোর ক্ষেত্রে নতুন দিক উন্মোচিত হয়। বিশেষত আজকের আধুনিক যুগে বিশ্বের প্রতিটি দেশে কোটি কোটি বই, পত্রপত্রিকা, ম্যাগাজিন ছাপা হচ্ছে। বরং প্রকাশনা একটি শিল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পূর্বকালে বাণিজ্যিকভাবে বইপুস্তক প্রকাশ ও বাজারজাতের তেমন ধারণা ছিল না। লেখক বই-কিতাব লেখার পর অন্য লোক দ্বারা কপি করা হতো। তারাও হাতেই কপি করত। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, বইপুস্তক ও কিতাবাদি প্রণয়নে মুসলমানদের বিস্ময়কর অবদান রয়েছে। তাঁরা হাত দ্বারাই কিতাব লিখেছেন। এসব মনীষী নিজেদের গ্রন্থের কোনো স্বত্ব রাখতেন, নাকি রাখতেন না– এ বিষয়ে স্পষ্ট কোনো ইতিহাস জানা যায় না। তাঁদের পাহাড়সম নিষ্ঠা ও বইপুস্তকের বাণিজ্যিকীকরণ না থাকাও এর অন্যতম কারণ। কিন্তু বর্তমান যুগে গ্রন্থের স্বত্ব সংরক্ষণ করার যে ধারা শুরু হয়েছে, তা শরীয়তের আলোকে কতটুকু বৈধ? উপরন্তু, গ্রন্থস্বত্ব কোনো প্রকাশনীর বা ব্যক্তির কাছে বিক্রি করার বিধান কী?

গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষণ ও বেচাকেনার ব্যাপক প্রচলন শুরু হওয়ার পর ফকীহ ও মুজতাহিদগণ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। শরীয়তের মূলনীতির আলোকে সমাধান দেওয়ার চেষ্টাও করেন। আলোচ্য প্রবন্ধে সে বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে।

গ্রন্থস্বত্ব ও তা প্রচলনের ইতিহাস

শাব্দিক দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রন্থস্বত্বের কয়েকটি প্রতিশব্দ রয়েছে, যেমন লেখকস্বত্ব, মেধাস্বত্ব, কপিরাইট ইত্যাদি। ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে এগুলো দ্বারা কোন মৌলিক রচনার অনুলিপি তৈরির অধিকারকে উদ্দেশ্য করা হয়। অতএব, গ্রন্থস্বত্ব বা কপিরাইট বলতে কোন কাজের উপর তার মূল রচয়িতা একক, অনন্য অধিকারকে বোঝানো হয়। কপিরাইটের চিহ্ন হলো ©। বিরাটাকার পরিব্যাপ্তিতে ছাপাখানার প্রসার হওয়ার আগ পর্যন্ত কপিরাইট বা মেধাস্বত্ব উদ্ভাবিত হয়নি। সতের শতকের শুরুর দিকে ছাপাখানাগুলোর একচেটিয়া আচরণের প্রতিক্রিয়ায় প্রথমে ব্রিটেনে

এরকম একটা আইনের ধারণা জন্ম নেয়। ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় চার্লস বইগুলোর অনৈতিক অনুলিপি তৈরির ব্যাপারে সচেতন হয়ে রাজকীয় বিশেষাধিকার প্রয়োগ করে লাইসেন্স বিধিমালা ১৬২২ জারি করেন; এর ফলে লাইসেন্সপ্রাপ্ত/অনুমোদিত বইগুলোর একটি নিবন্ধন তালিকা প্রণয়ন করে এর একটি অনুলিপি সমস্ত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানে জমা রাখতে হয়। 'দ্যা স্টাচু অব অ্যান' ছিল মেধাস্বত্ব সংরক্ষিত প্রথম রচনাকর্ম, যা এর লেখককে নির্দিষ্ট সময়ের মেধাস্বত্ব প্রদান করে এবং সেই নির্দিষ্ট মেয়াদের পর মেধাস্বত্ব সমাপ্ত হয়ে যায়। তবে প্রথম কপিরাইট আইন প্রণীত হয় ১৭০৯ সালে ইংল্যান্ডে। ১৯১৪ সালের এক সংশোধনীর মাধ্যমে এ উপমহাদেশকে কপিরাইট আইনের আওতাভুক্ত করা হয়। দেশ বিভাগের পর পাকিস্তান সরকার ১৯১৪ সালের কপিরাইট আইন বাতিল করে ১৯৬২ সালে 'কপিরাইট অধ্যাদেশ' নামে একটি অধ্যাদেশ জারি করে করাচিতে কেন্দ্রীয় কপিরাইট অফিস প্রতিষ্ঠা করে। পরবর্তীতে ঢাকায় একটি আঞ্চলিক কপিরাইট অফিস স্থাপন করা হয়। স্বাধীনতা-উত্তরকালে বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৪ সালে জাতীয় সংসদে অনুমোদিত আইনের মাধ্যমে ১৯৬২ সালের অধ্যাদেশের কিছু ধারা সংশোধন করে আঞ্চলিক অফিসকে জাতীয় পর্যায়ের দপ্তরের মর্যাদা প্রদান করে। সে সময় এ অফিসটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিল। পরবর্তীকালে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে কপিরাইট অফিসকে সংযুক্ত করা হয়। বর্তমানে কপিরাইট অফিস জাতীয় পর্যায়ের একটি আধা-বিচার বিভাগীয় (Quasi-judicial) প্রতিষ্ঠান। উল্লেখ্য, ২০০০ সালে কপিরাইট আইন জারীর পূর্ব পর্যন্ত পাকিস্তানী আমলের (১৯৬২ সালের) সংশোধিত অধ্যাদেশ ও ১৯৬৭ সালের কপিরাইট রুলস-এর আওতায় কাজ করেছে কপিরাইট অফিস, ঢাকা। সর্বশেষ ২০০৫ সালে ২০০০ সালের কপিরাইট আইনটি সংশোধন করা হয়।[১]

গ্রন্থস্বত্ব সংশ্লিষ্ট কিছু বিষয়

আরেকটি বিষয় এখানে প্রণিধানযোগ্য, গ্রন্থস্বত্বের সংশ্লিষ্ট আরো কয়েকটি বিষয় রয়েছে। সেগুলোর বিধানও অনুরূপ। সবগুলো একই পর্যায়ের বিষয় এবং একই মূলনীতির অধীন। একটির বৈধতা-অবৈধতার ওপর সবগুলোর বৈধতা-অবৈধতা নির্ভর করে। যেমন:

০১. আবিষ্কার সম্পর্কিত অধিকার (حق الابتكار)। এটি একটি ব্যাপক শব্দ। এর অধীনে অনেক কিছুই অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। বইপুস্তক লেখা ও অনুবাদ করাও আবিষ্কার, কোনো যন্ত্রপাতি বানানো, ক্যালিগ্রাফি বা ডিজাইন, নকশা এসবও আবিষ্কার। এমনকি কোনো গান ও সাহিত্যও আবিষ্কার। প্রশ্ন হচ্ছে, এসবের উদ্ভাবনকারী এগুলোর স্বত্ব সংরক্ষণ ও বেচাকেনা করতে পারবেন কিনা?

০২. ব্যবসায়িক সুনাম বা ট্রেডমার্ক বেচাকেনা করা। ব্যবসায়-বাণিজ্যের উৎকর্ষের এ যুগে ব্যবসায়িক সুনাম এবং কোম্পানির বিশেষ চিহ্নও বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। একটি পণ্যই বিভিন্ন কোম্পানি বাজারজাত করে। সব কোম্পানির পণ্য একমানের হয় না। ভোক্তাদের বিশেষ কোম্পানির প্রতি ঝোঁক ও আকর্ষণ থাকে। তারা ওই কোম্পানির পণ্যই কিনতে চায়। তারা জানে, এ কোম্পানির সব পণ্যই উৎকৃষ্ট হয়ে থাকে। এ কোম্পানি নিজের ব্যবসায়িক সুনাম, ট্রেডমার্ক কিংবা লোগো বিক্রি করে দিতে পারবে কিনা?

০৩. ব্যবসায়িক ট্রেডমার্কের মতোই লাইসেন্সও বিক্রি করা হচ্ছে। পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রই অনুমোদিত লাইসেন্সধারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্য কাউকে এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট করার অনুমতি দেয় না। প্রশ্ন হল, ব্যবসায়ের এ লাইসেন্স বিক্রি করা জায়িয কিনা?

০৪. আধুনিক এ বিষয়গুলোর মতোই প্রাচীন আরও কিছু বিষয় রয়েছে। যেমন : চলাচলের স্বত্ব (حق المرور), ছাদের উপরিভাগের স্বত্ব (حق التعلي), পানি চলাচলের স্বত্ব (حق التسيل), পানি পানের স্বত্ব (حق الشرب)। এ ধরনের আরও স্বত্বের বিষয় ফিকহের গ্রন্থসমূহে আলোচিত হয়েছে। সবগুলোকে ফিকহের পরিভাষায় 'নিরেট স্বত্ব' (الحقوق المجردة) বলে অভিহিত করা হয়েছে।

[১] বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: বাংলাপিডিয়া, ভুক্তি-কপিরাইট: http://bn.banglapedia.org/index.php?title=কপিরাইট; https://bn.wikipedia.org/wiki/মেধাস্বত্ব; https://en.wikipedia.org/wiki/Copyright তথ্য সংগ্রহের তারিখ: ২৪-০৮-২০১৬

প্রবন্ধে আলোচিত বিষয় তথা গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষণ ও বেচাকেনাও নিরেট স্বত্বের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং নিরেট স্বত্বের বিধান জানা গেলেই গ্রন্থস্বত্বের বিধান জানা হয়ে যাবে। যদিও প্রত্যেকটি বিষয়ে সামান্য পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু মূলনীতির বিচারে ফকীহগণ সবগুলোকে একই বিধানের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

নিরেট স্বত্ব (الحقوق المجردة)

নিরেট স্বত্ব বা الحقوق المجردة পরিভাষাটি হানাফী মাযহাবের একটি ফিকহী পরিভাষা। অর্থাৎ অন্যান্য মাযহাবে এ পরিভাষাটি ব্যবহৃত হয়নি। পরিভাষাটি এককভাবে হানাফী মাযহাবে ব্যবহৃত হওয়ার কারণ, হানাফীগণ কোন হক বা অধিকার ও উপকারিতাকে সম্পদ হিসেবে গণ্য করেন না। ফলে যা সম্পদ নয় তার বিনিময়ও সম্ভব নয়। এটি উক্ত মাযহাবের অন্যতম মূলনীতি। কিন্তু শরীয়তের নস দ্বারা এমন অনেক হক বা অধিকার প্রমাণিত, যা কোন কিছুর ক্ষতিপূরণ বা বিনিময় হিসেবে

সাব্যস্ত হয়। যেমন নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের কিসাসের অধিকার, যা মূলত অন্যায় হত্যার বিনিময়ে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ সাব্যস্ত হয়। এ কারণে এ জাতীয় ক্ষেত্রে মাযহাবের মূলনীতি ও শরীয়তের দলীলের সাথে বৈপরীত্য সৃষ্টি হয়। এ বৈপরীত্য নিরসনের জন্য তারা যেসব হক সত্তাগতভাবে প্রতিষ্ঠিত বা স্থির এবং যেসব হক বা অধিকার সত্তাগতভাবে সাব্যস্ত নয় এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য করেন। হানাফীগণ এ পরিভাষার প্রবক্তা হলেও পূর্বসূরীগণ এর কোন সংজ্ঞা প্রদান করেননি। আধুনিক কোন কোন আলিম এর সংজ্ঞা দেয়ার প্রয়াস নিয়েছেন। সামী হুবাইলী বলেন:

هو اختصاص بمنفعة غير متقرر في محله

ঐ উপকারিতা সংশ্লিষ্ট হক যা সত্তাগতভাবে সাব্যস্ত নয়।[২]

অর্থাৎ এটি কোন কিছুর সাথে সংযুক্ত এমন অধিকার, যা গ্রহণ বা বর্জন করলে বিধানের ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন আসে না। এর অধিকারটি তার স্বত্বাধিকারীর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তিনি চাইলে তা গ্রহণ বা বর্জন করতে পারেন। নিরেট স্বত্ব আর্থিক ও অন্যান্য সব ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

মতানৈক্যের উৎস

নিরেট স্বত্বের বিধান সম্পর্কে ফকীহগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। এ মতানৈক্যের মূল উৎস ও কারণ হচ্ছে, সম্পদের সংজ্ঞায় তাদের মতভিন্নতা। মাল বা সম্পদের সংজ্ঞায় পার্থক্যের কারণে গ্রন্থস্বত্বের বিধান এবং নিরেট স্বত্বসমূহের বিধানেও পার্থক্য দেখা দিয়েছে। তদ্রূপ বেচাকেনার (البيــع) সংজ্ঞা নির্ণয়েও মতভেদ রয়েছে। মূলত বেচাকেনার সংজ্ঞা নির্ভর করে মালের সংজ্ঞার ওপর। কারণ, কোন জিনিস মাল বা সম্পদ হিসেবে গণ্য হলেই তার বেচাকেনা বৈধ। আর মাল হিসেবে গণ্য না হলে বেচাকেনাও অবৈধ হবে। একটি আরেকটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হলেও আমরা পৃথকভাবে সম্পদ ও বেচাকেনার সংজ্ঞা মতানৈক্যসহ উল্লেখ করব। এর দ্বারা গ্রন্থস্বত্বের বিধান জানতে সহজ হবে।

সম্পদ বা মালের সংজ্ঞা

হানাফীদের অভিমত

সম্পদের আরবী প্রতিশব্দ হল মাল (مـــال)। সম্পদের সংজ্ঞা নির্ধারণে হানাফী ফকীহদের মাঝেও মতভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।

বিশিষ্ট হানাফী ফকীহ আলাউদ্দীন হাসকাফী রহ. [১০২৫-১০৮৮হি.] বলেন :

والمراد بالمال عين يجري فيه التنافس والابتذال

২. সামী হুবাইলী, *আল-হুকুক আল-মুজাররাদা* (জর্দান বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিকহ ও উসূলে ফিক্হ বিভাগে উপস্থাপিত এম. এ থিসিস; ২০০৫খ্রি.), পৃ. ২৪

মাল বলতে ওইসব বস্তু বোঝায়, যা অর্জনে ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা হয়।[৩]

এই সংজ্ঞা স্পষ্ট প্রমাণ করে, মাল দৃশ্যমান ও ইন্দ্রিয়ানুভূত বস্তুসমূহের মাঝে সীমাবদ্ধ। সুযোগ-সুবিধা ও নিরেট স্বত্ব সম্পদ বলে পরিগণিত হবে না। বিষয়টি খোলাসা করে মালের সংজ্ঞা এভাবে দিয়েছেন প্রখ্যাত হানাফী ফকীহ শায়খ মুস্তফা আয্‌যারকা রহ.। তিনি বলেন :

المال هو كل عين ذات قيمة مادية بين الناس

প্রত্যেক ওই বস্তুকে মাল বলা হয়, যা মানুষের মাঝে বস্তুগত অবয়ববিশিষ্ট এবং মূল্যমানসম্পন্ন বলে পরিচিত।[৪]

নিরেট স্বত্ব ও সুযোগ-সুবিধা হানাফীদের মতে মাল না হওয়ায় এর বেচাকেনাও নাজায়িয। তাই তাঁরা ছাদের উপরের শূন্যস্থান, পানি প্রবাহের অধিকার, চলাচলের অধিকার ইত্যাদি স্বত্ব ও অধিকার বেচাকেনাকে অবৈধ বলেছেন।

আল্লামা কাসানী রহ. [মৃ. ৫৮৭ হি.] বলেন :

سُفْلٌ وَعُلْوٌ بين رَجُلَيْنِ انْهَدَمَا فَبَاعَ صَاحِبُ الْعُلْوِ عُلْوَهُ لم يَجُزْ لِأَنَّ الْهَوَاءَ ليس بِمَالٍ

একব্যক্তি নিচের ঘরের মালিক, আরেকজন উপরের মালিক। উভয় ঘর ধ্বংস হয়ে গেল। এখন উপরের ঘরের মালিক তার অংশ বিক্রি করতে চাইলে বৈধ হবে না। কারণ, উন্মুক্ত ও শূন্যস্থান মাল নয়।[৫]

বিশিষ্ট ফকীহ ইবনুল হুমাম রহ. [৭৯০-৮৬১ হি.] উল্লেখ করেন:

إِذَا كَانَ السُّفْلُ لِرَجُلٍ وَعُلُوُّهُ لآخَرَ فَسَقَطَا أَوْ سَقَطَ الْعُلُوُّ وَحْدَهُ فَبَاعَ صَاحِبُ الْعُلُوِّ عُلُوَّهُ لَمْ يَجُزْ . لأَنَّ حَقَّ التَّعَلِّي لَيْسَ بِمَالٍ لأَنَّ الْمَالَ مَا يُمْكِنُ إِحْرَازُهُ

যদি কোন গৃহের নিচতলার মালিকানা একজনের এবং উপরের তলা অন্যজনের হয়; অতঃপর উভয় তলা বা উপরের তলা ভেঙ্গে যায় এবং উপরের তলার মালিক তার অংশটি বিক্রি করে, তবে তার এ বিক্রি অবৈধ। কারণ, উপরের অংশ কোনো মাল নয়। মাল তো বলা হয় যা সংরক্ষণ করা সম্ভব।[৬]

৩. আলা উদ্দীন আল-হাসকাফী, *আদদুররুল মুনতাকা* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৮খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৩

৪. ওয়াহাবাহ আল-যুহাইলী, *আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু* (দামিশক: দারুল ফিকর, ২য় সংস্করণ, ১৪০৫হি.), খ. ৪, পৃ. ৩

৫. আবূ বকর মুহাম্মদ আল-কাসানী, *বাদায়িউস সানায়ে'ফী তারতীবিশ শারায়ে'* (বৈরূত: দারুল মা'আরিফ, ২০০০খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ১৪৫

৬. কামালুদ্দীন ইবনুল হুমাম, *শরহ ফাতহুল কাদীর* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০০৩খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ৭৮

মালিকীদের মত

মালিকী ফকীহদের পরস্পরবিরোধী মতামত থাকলেও প্রাধান্যপ্রাপ্ত অভিমত অনুযায়ী মাল হওয়ার জন্যে বস্তু (عَيْن) হওয়া আবশ্যক নয়। নিরেট স্বত্ব, উপকারিতা এবং সুযোগ-সুবিধাও মাল হতে পারে।

আবু ইসহাক শাতিবী রহ. [মৃ. ৭৯০ হি.] বলেন :

المال ما يقع عليه الملك ويستبد به المالك.

মাল বলা হয়, যে বস্তুর মালিকানা অর্জনযোগ্য হয় এবং মালিক তাতে একক কর্তৃত্ব করে থাকে।[৭]

মুহাম্মদ ইবনে আবদুল বাকী যারকানী রহ. [১০৫৫-১১২২ হি.] বলেন :

البيوع جمع بيع وجمع لاختلاف أنواعه كبيع العين وبيع الدين وبيع المنفعة

البيوع শব্দটি بيع এর বহুবচন। এখানে বহুবচন ব্যবহার করার কারণ, বেচাকেনার বিভিন্ন প্রকার রয়েছে। যেমন দৃশ্যমান বস্তুর বেচাকেনা, মুদ্রা বেচাকেনা এবং সুযোগ-সুবিধা বেচাকেনা করা।[৮]

আল্লামা মাউওয়াক রহ. [মৃ. ৮৯৭ হি.] বলেন :

يجوز في قول مالك شراء طريق في دار رجل وموضع جذوع من حائط يحملها عليه إذا وصفها

ইমাম মালিক রহ. এর মতে, কোনো ব্যক্তির বাড়ির আঙিনায় রাস্তা বেচাকেনা এবং দেয়ালে খুঁটি স্থাপনের জায়গা বেচাকেনা জায়িয। তবে শর্ত হল, উভয় ক্ষেত্রে সীমানা নির্ধারণ করতে হবে।[৯]

মালিকীদের মতে উপকারিতাও মোহর হতে পারে। সুতরাং উপকারিতা মাল হিসেবে গণ্য হল। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট ফকীহ জাযীরী রহ. [১২৯০-১৩৬০ হি.] বলেন,

وأما المنافع من تعليمها القرآن ونحوه . أو سكنى الدار. أو خدمة العبد ففيها خلاف فقال مالك : إنها لا تصلح مهرا ابتداء أن يسميها مهرا وقال ابن القاسم: تصلح مهرا مع الكراهة وبعض الأئمة المالكية يجيزها بلا كراهة والمعتمد قول مالك طبعا. ولكن إذا سمى شخص منفعة من هذه المنافع مهرا فإن العقد يصح على المعتمد ويثبت للمرأة المنفعة التي سميت لها وهذا هو المشهور.

---

৭. ইবরাহীম ইবন মূসা আশশাতিবী, *আল-মুওয়াফাকাত ফী উসূলিশ শরীআহ* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০০৪খ্রি.), খ. ২, পৃ. ১৭

৮. মুহাম্মদ আয-যারকানী, *শারহুস যারকানী আলাল মুআত্তা* (বৈরূত: আল-মাতবাআহ আল-খাইরিয়্যাহ, ২০১০খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৩২৩

৯. মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ আল-আবদারী আল মাউওয়াক, *আত-তাজ ওয়াল ইকলীল লিমুখতাসারি খালীল* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০০৪খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ২৭৫

নিরেট উপকারিতা; যেমন কুরআন শিক্ষা দেওয়া ইত্যাদি অথবা ঘরে বসবাস করা কিংবা গোলামের সেবা গ্রহণ– এগুলোতে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম মালিক রহ. বলেন, প্রাথমিকভাবে ও মূলত এসব মোহর হওয়ার উপযুক্ত নয়। ইবনুল কাসিমের মতে, জায়েয তবে মাকরূহ। আর কতিপয় মালিকী ইমাম মাকরূহ ছাড়াই জায়িয বলেছেন। স্বভাবত ইমাম মালিকের মতটিই নির্ভরযোগ্য হওয়া কথা; কিন্তু কেউ যদি এসব উপকারিতার কোনো একটিকে মোহর হিসেবে নির্ধারণ করে ফেলে, তাহলে নির্ভরযোগ্য মতে বিবাহ-চুক্তি সম্পন্ন হয়ে যাবে। আর ওই নারী নির্ধারিত মোহর পাবে। এটিই প্রসিদ্ধ অভিমত।[১০]

শাফিয়ীদের মত

শাফিয়ী ফকীহদের মতে, মাল হওয়ার জন্য বস্তু (عَيْن) হওয়া জরুরি নয়। নিরেট স্বত্ব ও উপকারিতাও মাল হতে পারে। তাই তাঁদের মতে নিরেট উপকারিতা ও সুযোগ-সুবিধাও বেচাকেনা করা যায়।

আল্লামা ইবনে হাজার আলহাইতামী রহ. [৯০৯-৯৭৪ হি.] বেচাকেনার সংজ্ঞায় বলেন:

الْبَيْعِ لُغَةً مُقَابَلَةُ شَيْءِ بِشَيْءٍ وَشَرْعًا : عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مُقَابَلَةَ مَالٍ بِمَالٍ بِشَرْطِهِ الْآتِي لِاسْتِفَادَةِ مِلْكِ عَيْنٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ مُؤَبَّدَةٍ

'বায়' (বেচাকেনা) এর শাব্দিক অর্থ, বস্তুকে বস্তুর বিনিময়ে অদলবদল করা। আর পরিভাষায় 'বায়' বলা হয়, এমন চুক্তি যার মাঝে পরবর্তীতে বর্ণিত শর্তাবলির আলোকে মালের বিনিময়ে মালের লেনদেন হবে, যাতে করে এ চুক্তি দ্বারা নির্দিষ্ট বস্তুর মালিকানা অথবা স্থায়ী সুবিধার মালিকানা অর্জিত হয়।

শায়খ আবদুল হামীদ আশশিরওয়ানী উপর্যুক্ত সংজ্ঞায় ব্যবহৃত مُؤَبَّدَة শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন:

(وَقَوْلُهُ : مُؤَبَّدَة) كَحَقِّ الْمَمَرِّ إِذَا عَقَدَ عَلَيْهِ بِلَفْظِ الْبَيْعِ .

স্থায়ী সুবিধা; যেমন চলাচলের অধিকার। যখন বেচাকেনার শব্দ দ্বারা চুক্তি সংঘটিত হয়।[১১]

এর দুই পৃষ্ঠা পর কতক শাফিয়ী আলিমের মত উল্লেখ করা হয় এভাবে :

عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ مَالِيَّةٍ تُفِيدُ مِلْكَ عَيْنٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ عَلَى التَّأْبِيدِ .

এমন আর্থিক বিনিময় চুক্তিকে বেচাকেনা বলা হয়, যা স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট বস্তু অথবা কোনো উপকারিতার নিশ্চয়তা প্রদান করে।

---

১০. আব্দুর রহমান আল-জাযীরী, *আল-ফিকহ আলাল মাযাহিবিল আরবাআ* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০০৩খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৫৯

১১. আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাজর আল-হাইতামী, *তুহফাতুল মুহতাজ ফী শারহিল মিনহাজ* (মিসর: আল-মাকতাবাতুত তিজারিয়্যাহ আল-কুবরা, ১৩৫৭হি./১৯৮৩খ্রি.), খ. ১৬, পৃ. ২১২

আল্লামা শাতিবী রহ. [মৃ. ৭৯০ হি.[বলেন:

البيع لغةً : مقابلة شيء بشيء ، وشرعًا : عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين، أو منفعة على التأبيد ، كما في بيع حق الممر ، ووضع الأخشاب على الجدار ، وحق البناء على السطح.

শাব্দিকভাবে ‘বায়’ বলা হয়, এক জিনিসের মাধ্যমে অন্য জিনিস বিনিময় করা। আর শরীয়তের পরিভাষায় বেচাকেনা হচ্ছে, মূল্যমানবিশিষ্ট সম্পদ লেনদেনের চুক্তি, যার মাধ্যমে কোনো বস্তু কিংবা কোনো স্থায়ী উপকার ও সুযোগ-সুবিধার মালিকানা অর্জিত হয়। যেমন চলাচলের অধিকার, দেয়ালের ওপর কাঠ রাখার স্বত্ব এবং ছাদের ওপর ঘর বানানোর অধিকার বেচাকেনা করা।[১২]

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. [৮৪৯ - ৯১১ হি.] উল্লেখ করেন:

أما المال فقال الشافعي رضي الله عنه لا يقع اسم مال إلا على ما له قيمة يباع بها وتلزم متلفه وإن قلت وما لا يطرحه الناس مثل الفلس وما أشبه ذلك

মালের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ইমাম শাফিয়ী রহ. বলেন: ওইসব জিনিসকে মাল বলা হয়, যার মূল্য রয়েছে, যদিও তা অল্পই হয়। এর মাধ্যমে বেচাকেনা করা যায় এবং তা বিনষ্ট করলে ক্ষতিপূরণ দেওয়া লাগে আর তা এমনিতেই ফেলে দেওয়া হয় না। যেমন : টাকা-পয়সা।[১৩]

আল্লামা সুয়ূতী রহ. এর এ সংজ্ঞা দ্বারা স্পষ্ট প্রতিভাত হয়, কোনো বস্তু মাল বিবেচিত হওয়া ও না হওয়ার ক্ষেত্রে উরফ, রেওয়াজ ও প্রচলনের ভূমিকাই মুখ্য। যে বস্তু মানুষের ব্যবহার ও প্রচলনে মূল্যমান বলে গণ্য হয় এবং যা বিনষ্ট হলে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়– তাই মাল।

হাম্বলীদের মত

হাম্বলী ফকীহদের মতেও মাল হওয়ার জন্যে দৃশ্যমান বস্তু হওয়া জরুরি নয়। উপকারিতা এবং সুযোগ-সুবিধাও মাল হতে পারে। তাই এসবের কেনাবেচা করাও জায়িয। তাঁদের অভিমতও শাফিয়ী ও মালিকীদের অনুরূপ।

আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে আলী আল-বাহুতী রহ. [১০০০-১০৫১ হি.] বলেন:

مبادلة عين مالية ... أو مبادلة منفعة مباحة مطلقا بأن لا تختص إباحتها بحال دون آخر كممر دار أو بقعة تحفر بئرا .

১২. মাজাল্লাহ মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী : খ. ৬, পৃ. ১৯২৬

১৩. জালালুদ্দীন সুয়ূতী, *আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৩খ্রি.), পৃ. ৩২৭

মূল্যমানবিশিষ্ট অথবা সাধারণভাবে বৈধ সুযোগ-সুবিধার লেনদেনকে বেচাকেনা বলা হয়; যার বৈধতা কোনো একটি বিশেষ অবস্থার সঙ্গে নির্দিষ্ট হবে না। যথা- বাড়ির চলাচলের রাস্তা অথবা ভূমির যে অংশে কূপ খনন করা হয়।[১৪]

আলী ইবনে সুলায়মান আল-মিরদাবী রহ. [৮১৭-৮৮৫ হি.] বলেন :

هو مبادلة عين أو منفعة مباحة مطلقا بأحدهما كذلك على التأبيد فيهما بغير ربا ولا قرض

কোনো দৃশ্যমান বস্তু অথবা সাধারণ বৈধ সুযোগ-সুবিধা একটিকে অপরটির বিনিময়ে স্থায়ীভাবে লেনদেন করা– সুদ ও ঋণ ব্যতীত।[১৫]

বিশিষ্ট হাম্বলী ফকীহ ইবনে কুদামাহ রহ. [৫৪১-৬২০ হি.] বলেন :

أن الصداق لا يكون إلا مالا

‘অবশ্যই মোহর মাল হতে হবে।’

একই কিতাবে আরও বলেন :

وكل ما جاز ثمنا في البيع أو أجرة في الإجارة من العين والدين والحال والمؤجل والقليل والكثير ومنافع الحر والعبد وغيرهما جاز أن يكون صداقا

কেনাবেচায় যা মূল্য এবং ইজারায় যা ভাড়া হওয়ার উপযুক্ত, চাই তা দৃশ্যমান বস্তু, টাকা-পয়সা, নগদ বা বাকি, কম বা বেশি এবং স্বাধীন ও ক্রীতদাসের উপকারিতা ইত্যাদি সবই মোহর হতে পারে।[১৬]

মতানৈক্যের সারকথা

হানাফী ব্যতীত বাকি প্রসিদ্ধ তিন মাযহাব– মালিকী, শাফিয়ী ও হাম্বলীদের অভিমত হল, শুধু দৃশ্যমান বস্তুই মাল নয়; বরং অদৃশ্য উপকারিতা এবং সুযোগ-সুবিধাও মাল হতে পারে। সুতরাং দৃশ্যমান বস্তুর মতোই অদৃশ্যমান উপকারিতার বেচাকেনাও বৈধ হবে– যদি তা স্থায়ী হয়। হানাফীদের মতে, মাল বলতে কেবল দৃশ্যমান বস্তুকে বোঝায়। অদৃশ্যমান বস্তু; যেমন উপকারিতা ও সুযোগ-সুবিধা মাল বলে গণ্য নয়। যেহেতু তা মাল নয়, তাই তা বেচাকেনাও করা যাবে না।

এ হিসেবে গ্রন্থস্বত্বও একটি নিরেট স্বত্ব এবং সুযোগ-সুবিধার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় হানাফী ছাড়া সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহদের মতে এটি মাল-সম্পদ; তাই গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষণ করা এবং বিক্রি করা বৈধ।

১৪. মানসূর বিন ইউনূস আল-বাহুতী, *শরহ মুনতাহাল ইরাদাত*, তাহকীক: আব্দুল মুহসিন তুরকী (বৈরূত: আলিমুল কুতুব, ১৪১৪হি./ ১৯৯৩খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৫

১৫. আলী ইবন সুলায়মান আল-মিরদাবী, *আল-ইনসাফ ফী মা'রিফাতির রাজিহ মিনাল খিলাফ* (বৈরূত: মাতবাআতুস সুন্নাহ আল-মুহাম্মাদিয়্যাহ, ১৯৫৬খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ১৮৮

১৬. মুওয়াফাকুদ্দীন আব্দুল ইবন আহমদ ইবন কুদামাহ, *আল-মুগনী* (রিয়াদ: মাকতাবাতুর রিয়াদ আল-হাদীছাহ, ১৪০১হি./১৯৮১খ্রি.), খ. ৮, পৃ. ৭, ১৪

ইতোপূর্বে আমরা হানাফীদের প্রাচীন ফকীহদের মতটি উল্লেখ করেছি। এর আলোকে গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষণ ও বেচাকেনা করা অবৈধ হয়; কিন্তু বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, হানাফীদের মাঝেও ভিন্নমত রয়েছে। তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

কতিপয় হানাফীর ইতিবাচক অভিমত

বর্তমান পৃথিবীতে হানাফীদের বিখ্যাত ফাতওয়াগ্রন্থ রদ্দুল মুহতারের লেখক ইবনে আবিদীন শামী রহ. [১২৪৪-১৩০৬ হি.] বলেন :

> الْمُرَادُ بِالْمَالِ مَا يَمِيلُ إِلَيْهِ الطَّبْعُ وَيُمْكِنُ ادِّخَارُهُ لِوَقْتِ الْحَاجَةِ ، وَالْمَالِيَّةُ تَثْبُتُ بِتَمَوُّلِ النَّاسِ كَافَّةً أَوْ بَعْضِهِمْ ، وَالتَّقَوُّمُ يَثْبُتُ بِهَا وَبِإِبَاحَةِ الِانْتِفَاعِ بِهِ شَرْعًا.
>
> মাল দ্বারা ওইসব বস্তুকে বোঝায়, যার প্রতি মানবমন আকর্ষিত হয় এবং প্রয়োজনে সঞ্চয় করা যায়। সকল মানুষ অথবা কিছু মানুষ এটিকে মাল হিসেবে গণ্য করলেই তা মাল বলে বিবেচিত হবে। তদ্রূপ শরয়ীভাবে কোনো জিনিস হতে উপকৃত হওয়া বৈধ হলেও তা মাল হিসেবে পরিগণিত হবে।[১৭]

একই কিতাবের অন্যত্র বলা হয়েছে :

> الْمَالُ اسْمٌ لِغَيْرِ الْآدَمِيِّ ، خُلِقَ لِمَصَالِحِ الآدَمِيِّ وَأُمْكِنَ إِحْرَازُهُ وَالتَّصَرُّفُ فِيهِ عَلَى وَجْهِ الاخْتِيَارِ
>
> মানুষ ছাড়া সব বস্তুকে মাল বলা যায়, যা মানবকল্যাণে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তা সংরক্ষণ করা যায়; এমনকি নিজের ইচ্ছেমতো লেনদেন করা যায়।[১৮]

এ দুটো সংজ্ঞার একটিও বেচাকেনাকে দৃশ্যমান বস্তুগত উপাদানের মাঝে সীমিত ও সীমাবদ্ধ করে না। বরং শরীয়তের অনুমোদন হলে এবং মানুষের ব্যবহার-প্রচলনে কোনো অদৃশ্য বস্তু মাল হিসেবে ব্যবহৃত হলে তাও মাল হতে পারে।

হানাফীদের প্রসিদ্ধ মতের বিপরীত হল এ মত। অনুসন্ধান করে দেখা যায়, কেবল আধুনিককালের হানাফী ফকীহবৃন্দই এমন ব্যতিক্রম মত পোষণ করেন না, কিছু প্রাচীন ফকীহও এমন অভিমত দিয়েছেন।

আল-হিদায়ার গ্রন্থকার বর্ণনা করেন, ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে 'সেবা' মাল বলে বিবেচিত। তাই কোনো স্বামী যদি স্ত্রীর সেবাকে মোহর হিসেবে নির্ধারণ করে, তাহলে ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর মতে এ নির্ধারণ করা বৈধ। তবে স্ত্রীর চেয়ে স্বামী মর্যাদায় এগিয়ে থাকায় সেবা করা সম্ভব না; সে কারণে সেবার মূল্য পরিশোধ করা আবশ্যক।

---

১৭. মুহাম্মদ আমীন ইবন উমর ইবন আবিদীন, *রদ্দুল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার* (বৈরূত: দারুল ফিকর, ২০০০খ্রি.), খ. ৮, পৃ. ১৮৯

১৮. ইবন আবিদীন, *রদ্দুল মুহতার*, খ. ১৮, পৃ. ১৯০

> ثُمَّ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ تَجِبُ قِيمَةُ الْخِدْمَةِ ؛ لِأَنَّ الْمُسَمَّى مَالٌ
>
> এমতাবস্থায় ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর মতে, সেবার মূল্য পরিশোধ করা আবশ্যক। কারণ, মোহর হিসেবে উল্লেখিত 'সেবা' মাল হিসেবে গণ্য।[১৯]

ফকীহ আলাউদ্দীন আল-কাসানী রহ. [মৃ. ৫৮৭ হি.] বলেন:

> وَلَوْ تزوَّجَهَا على مَنَافِعِ سَائِرِ الْأَعْيَانِ من سُكْنَى دَاره وَخِدْمَة عَبِيده وَرُكُوب دَابَّته وَالْحَمْلِ عليها وَزِرَاعَة أَرْضه وَنَحْو ذَلِك من مَنَافِعِ الْأَعْيَانِ مُدَّةً مَعْلُومَةً صَحَّتْ التَّسْمِيَةُ لِأَنَّ هذه الْمَنَافِعَ أَمْوَالٌ أو الْتَحَقَتْ بِالْأَمْوَالِ شَرْعًا في سَائِرِ الْعُقُودِ.
>
> কেউ যদি দৃশ্যমান বস্তুর উপকারিতার বিনিময়ে বিবাহ করে, যেমন বাড়িতে বসবাস করা, ক্রীতদাসের মাধ্যমে সেবা করা, জন্তুর ওপর আরোহণ করা, জন্তুর মাধ্যমে বোঝা বহন করা, জমিন চাষ করা ইত্যাদি এবং এই উপকারিতার নির্ধারিত সময় থাকে, তাহলে এভাবে মোহর নির্দিষ্ট করা বৈধ। কারণ, এসব উপকারিতা মাল। আর সমস্ত চুক্তির ক্ষেত্রে এসব উপকারিতা শরীয়তের দৃষ্টিতে মাল হিসেবে পরিগণিত হবে।[২০]

এভাবে আরও অনেক ফকীহ হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ অভিমতের বিপরীতে মত প্রকাশ করেন। তা দ্বারা স্পষ্ট অনুমিত হয় যে, তাঁদের মতেও নিরেট স্বত্ব এবং উপকারিতাও মাল বলে গণ্য।

মালের প্রাধান্যপ্রাপ্ত সংজ্ঞা

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলোর পর্যালোচনান্তে মালের প্রাধান্যপ্রাপ্ত সংজ্ঞা বর্ণনার পূর্বে সংজ্ঞা নির্ধারণের উৎস সম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনা প্রয়োজন। শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো কিছুর সংজ্ঞা নির্ধারণে তিনটি উৎস রয়েছে। ১. শরীয়তপ্রণেতার পক্ষ হতে সংজ্ঞা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। যেমন- সালাত, সওম, তালাক ইত্যাদি। ২. অভিধান ও আরবী ভাষা। অধিকাংশ ইসলামী পরিভাষা অভিধান ও ভাষার আলোকেই নির্ধারিত হয়ে থাকে। উদাহরণত কুরআন-সুন্নাহ নির্দেশ দিয়েছে, অযু করো। অযুর অঙ্গগুলোর সংজ্ঞা অভিধানের আলোকে জানা গেছে। হাত-পা-নাক-মাথা এগুলোর সংজ্ঞা শরীয়ত বাতলে দেয়নি; অভিধান ও ভাষার সাহায্যে জানা যায়। ৩. উরফ-রেওয়াজ, প্রচলন ও সামাজিক রীতিনীতি ও জনগণের ব্যবহার। অগণিত পরিভাষার সংজ্ঞা উরফ থেকে নির্ধারিত হয়।

কুরআন-সুন্নাহয় 'মাল' শব্দটি অসংখ্যবার ব্যবহৃত হলেও কোথাও মালের নির্দিষ্ট সংজ্ঞা পেশ করা হয়নি। কারণ, মালের সংজ্ঞা অত্যন্ত পরিচিত ও পরিজ্ঞাত ছিল।

---

১৯. ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, খ. ৭, পৃ. ১৫৪

২০. আল-কাসানী, *বাদায়িউস সানায়ে*, খ. ২, পৃ. ২৭৯

ফলে বাতলে দেওয়ার কোনো প্রয়োজন অনুভূত হয়নি। আর অভিধানেও মাল শব্দের অর্থ অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত। মালের আভিধানিক অর্থ শরীয়তে উদ্দেশ্য নয়।

নসে কোনো শব্দের অর্থ বিবৃত না হলে এবং অভিধানেও শব্দটির স্বচ্ছ ও পরিষ্কার কোনো পারিভাষিক অর্থ পাওয়া না গেলে উরফের আশ্রয় নেওয়াই বিধেয়। ফুকাহায়ে কিরাম এ সম্পর্কিত মূলনীতি বর্ণনা করে বলেছেন :

كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف

যে বিষয়ে শরীয়ত সাধারণ হুকুম দিয়েছে; শরীয়তে এবং অভিধানেও কোনো নীতিমালা বলে দেওয়া হয়নি, তখন বিষয়টির মর্ম উদঘাটনে উরফের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়।[২১]

সুতরাং মালের সংজ্ঞা নির্ণয়ে মানুষের প্রচলনের ওপর নির্ভর করতে হবে। বিশেষত লেনদেন সম্পর্কে অধিকাংশ পরিভাষা প্রচলন দ্বারা জানা যায়।

অতএব, কুরআন-সুন্নাহ, অভিধান, ফুকাহায়ে কিরামের উদ্ধৃতি এবং মানুষের প্রচলন সামনে রেখে মালের প্রাধান্যপ্রাপ্ত সংজ্ঞা নির্ধারণে তিনটি মৌলিক বিষয় থাকা আবশ্যক। বিষয়গুলো হল :

০১. **শরীয়তে ওই জিনিসটি মুবাহ ও বৈধ হতে হবে :** বৈধ না হলে তা মাল হবে না। যেমন মৃতজন্তু ও মদ মাল নয়। কারণ, শরীয়তে এসব বেচাকেনা করা নিষিদ্ধ।

০২. **জিনিসটি উপকারযোগ্য হতে হবে :** ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর মতে, রেশমপোকা ও রেশমের ডিম বেচাকেনা করা নিষিদ্ধ। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ রহ. অনুমতি দিয়েছেন। ইমাম মুহাম্মদের মতটিই গ্রহণযোগ্য ও এ মতানুযায়ীই ফাতওয়া দেওয়া হয়। এর কারণ কী? لكَوْنـه مُنْتَفَعًـا بـه 'কারণ হল তা উপকারযোগ্য।'[২২] ইমাম যায়লাঈও একই কথা বলেছেন : أَنَّ الدُّودَ يُنْتَفَعُ به , وَكَذَا بَيْـضُهُ فِي الْمَـآل 'কারণ, এ পোকা দ্বারা উপকার অর্জিত হচ্ছে। আর পরবর্তী সময়ে এ পোকার ডিমও উপকারী হবে।'[২৩] মাজমাউল আনহুরের লেখক স্পষ্ট বলেছেন : وَالشَّيْءُ إِنَّمَا يَصِيرُ مَالًا لكَوْنه مُنْتَفَعًا به 'কোনো বস্তু তখনই মাল হবে, যখন তা উপকারী হয়।'[২৪]

---

[২১] সুয়ূতী, *আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ির*, পৃ. ৯৮

[২২] যায়নুদ্দীন ইবন নুজাঈম, *আল-বাহরুর রায়িক শরহ কানযুদ দাকাঈক* (বৈরূত: দারুল কিতাব আল-ইসলামী, তারিখ বিহীন), খ. ৬, পৃ. ৮৫

[২৩] উসমান ইবন আলী আয-যাইলায়ী, *তাবয়ীনুল হাকায়িক শরহ কানযুদ দাকাঈক* (কায়রো: আল-মাতবাআতুল কুবরা আল-আমিরিয়্যাহ, ১৩১৩হি.), খ. ৪, পৃ. ৪৯

[২৪] দামাদ আফিনদী, *মাজমাউল আনহুর* (বৈরূত: দারু ইয়াহইয়াউত তুরাছিল আরাবী, তারিখবিহীন), খ. ৩, পৃ. ৮৪

ইমাম নববী রহ. জমিনের পোকা ও কীটপতঙ্গ বেচাকেনা করা হারাম বলেছেন। তবে মৌমাছির বেচাকেনা জায়িয বলে মত দিয়েছেন। কারণ, لأَنَّهُ طَاهِرٌ مُنْتَفَعٌ بِهِ 'তা একটি পবিত্র পোকা এবং উপকারযোগ্য।'[২৫]

০৩. **তৃতীয় উপাদান : উরফ, সামাজিক প্রচলন ও ব্যবহার, জনসাধারণের রীতিনীতি :** হানাফী, মালিকী, শাফিয়ী ও হাম্বলী– সব মাযহাবই উরফের গ্রহণযোগ্যতা ও প্রামাণিকতার বিষয়ে একমত। সুতরাং সামাজিক প্রচলনে যে জিনিস মাল বলে গণ্য হয়, শরীয়তেও তা মাল হিসেবে ধর্তব্য হবে। আল্লামা ইবনে আবিদীন শামী চমৎকার বলেছেন :

وَالْمَالِيَّةُ تَثْبُتُ بِتَمَوُّلِ النَّاسِ كَافَّةً أَوْ بَعْضِهِمْ

'সকল মানুষ অথবা কিছু মানুষের প্রচলন ও ব্যবহারের দ্বারা কোনো বস্তু মাল বলে গণ্য হয়।'[২৬]

সাধারণত আমাদের আলোচ্যবিষয় নিরেট স্বত্ব; বিশেষত গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষণ ও বেচাকেনা করা। দ্বিতীয় বিষয়টিই আমাদের মূল আলোচনার বিষয়।

ইতঃপূর্বে আমরা দেখেছি, প্রসিদ্ধ চার মাযহাবের ফুকাহায়ে কিরাম মালের এমন সংজ্ঞা দিয়েছেন, যা শুধু দৃশ্যমান বস্তুর মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়। অদৃশ্য বস্তু যা উপকারযোগ্য এবং স্থায়ী, তাও মাল বলে বিবেচিত। সুতরাং যেসব নিরেট স্বত্ব (الحقوق المجردة) সমাজে প্রচলিত, তা সংরক্ষণ করা হয়, বেচাকেনাও হয়; তাহলে এমন নিরেট স্বত্ব সংরক্ষণ করা বৈধ, বেচাকেনাও বৈধ। বিষয়টি ফুকাহায়ে কিরামের মাঝে ইজমা বা ঐকমত্যের পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। প্রাচীন ফকীহদের কয়েকজনের সংজ্ঞা দ্বারা মাল কেবল দৃশ্যমান বস্তুর সঙ্গে সম্পৃক্ত হলেও বাস্তবতা ভিন্ন। কারণ, তাঁদের আমলে সাধারণত অদৃশ্য বস্তু মাল হওয়ার কল্পনাই করা যেত না। কিন্তু বর্তমানে দৃশ্যপট সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে পৃথিবীর তাবৎ ফকীহ একমত পোষণ করেছেন যে, মাল কেবল দৃশ্যমান বস্তুর মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়; অদৃশ্য বস্তুও মাল হতে পারে। যদি তা উপকারী ও বৈধ হয় এবং মানবসমাজে এর প্রচলন থাকে। ফিকহ একাডেমি জেদ্দার গবেষকদের মতামতও তাই।[২৭]

---

[২৫] শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া আন-নাভাভী, *আল-মাজমু শারহে মুহাযযাব* (জিদ্দা: মাকতাবাতুল ইরশাদ, তারিখবিহীন), খ. ৯, পৃ. ২২৭

[২৬] ইবন আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, খ. ১৮, পৃ. ১৮৯

[২৭] যেমন তাঁরা বলেছেন,

গ্রন্থস্বত্বের বিধান সম্পর্কে সমসাময়িক আলিমগণের অভিমত

গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষণ, বেচাকেনা বা মীরাস হিসেবে রাখার বিধানের ক্ষেত্রে আলিমগণ মতভেদ করেছেন। সমসাময়িক আলিমগণ এ বিষয়ে দুদলে বিভক্ত হয়েছেন।

এক: গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষণ ও বেচাকেনা বৈধ

একদল আলিমের মতে, গ্রন্থস্বত্ব একটি বৈধ বিষয়। অন্যান্য বস্তুর মতোই এটিও ব্যক্তির মালিকানায় থাকতে পারে। লেখক স্বীয় গ্রন্থের মালিক, স্বত্বাধিকারী। নিজের বৈধ মালিকানাধীন বৈধ জিনিসপত্র যেমন বিক্রি করা জায়িয, তদ্রূপ গ্রন্থস্বত্ব বিক্রি করাও বৈধ। নাজায়িয, হারাম বা নিদেনপক্ষে মাকরূহও নয়। যারা এ মত পোষণ করেন তাদের মধ্যে রয়েছেন: মুস্তাফা আয-যারকা, ওয়াহাবা আল-যুহাইলী, ফাতহী আদ-দুরাইনী, মুহাম্মদ সাঈদ রমযান আল-বুতী, মুহাম্মদ উসমান শুবাইর, আলী আল-কুররাহ দাগী, আজীল আন-নাশমী, মুহাম্মদ রাওয়াশ কুলআহ, মুফতী তাকী উসমানী প্রমুখ।[২৮]

তারা তাদের মতের পক্ষে বিভিন্ন প্রমাণ উপস্থাপন করেন। গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণসমূহ নিম্নরূপ:

১. কুরআন শিক্ষা দেয়ার বিপরীতে পারিশ্রমিক নেয়ার বৈধতার সঙ্গে কিয়াস করলে প্রমাণিত হয়, যে কোন জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষাদান বা প্রসারের নিমিত্তে রচিত গ্রন্থ থেকে আর্থিক উপকারিতা গ্রহণ বৈধ। তাঁরা কুরআন শিক্ষা দানের পারিশ্রমিক গ্রহণের বৈধ হওয়ার প্রমাণস্বরূপ নিম্নের হাদীসটি উল্লেখ করেন:

إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله

"তোমরা যা কিছুর বিনিময়ে পারিশ্রমিক নাও তার মধ্যে আল্লাহর কিতাব অগ্রগণ্য।"[২৯]

২. একজন কারিগর যেমন তার মেধা ও শ্রম দিয়ে কোন শিল্প বিনির্মাণ করলে তার বিনিময় গ্রহণ করেন, একজন গ্রন্থকারও তদ্রূপ নিজ মেধা-মনন দিয়ে নতুন কিছু সৃষ্টি করলে বিনিময় গ্রহণ তার জন্য বৈধ হবে- এটাই স্বাভাবিক।

وجمهور الفقهاء يرون – كما سيأتي البيان – أن الملك علاقة اختصاص مقرة من الشارع تنشأ بين المالك ومحل الملك. ومحل الملك أعم من أن يكون ماديًا أو غير مادي، فيصح – والحال هذه – أن نعتبر الحقوق المعنوية مالًا، فيكون الحق المعنوي من مشتملات المال، فيصح أن يكون محلًا مادامت علاقة الاختصاص قائمة وهو منتفع به شرعًا إذ الانتفاع من كل شيء حسب طبيعته، والناس يعتبرون فيه القيمة. فقد تكاملت له عناصر الملك.

দ্র. মাজাল্লাহ মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী : খ. ৫, পৃ. ১৮৭২

২৮. মুহাম্মদ আলী আল-যাগলূল ও হামদ ফাখরী আযযাম, "আল-হুকূক আল-মালিয়্যাহ লিল মুআল্লিফ: দিরাসাহ ফিকহিয়্যাহ মুকারানা", *আল-মাজাল্লা আল-উরদুনিয়্যাহ ফীদ দিরাসাতিল ইসলামিয়্যাহ*, সংখ্যা ১, ২০০৫খ্রি.

২৯. আল-বুখারী, সহীহ বুখারী, কিতাবুত তিব, হাদীস ৫৭৩৯

৩. বর্তমানে গ্রন্থস্বত্ব একটি উরফে পরিণত হয়েছে। উরফে শরীয়াহ বিরোধী কোন অনুষঙ্গ না থাকলে তা বৈধ।

৪. লেখক তার লিখনীর ব্যাপারে দুনিয়া ও আখিরাতে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবেন। বইয়ে অন্তর্ভুক্ত যে কোন ধরনের ভুল তথ্যের ব্যাপারে তিনি দায়ী থাকেন। আল্লাহ বলেন: ﴿وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ﴾ "প্রত্যেক ছোট ও বড় বিষয় লিপিবদ্ধ রয়েছে।"[৩০] এটিই স্বাভাবিক নিয়ম যে, কোন লেনদেনের ঝুঁকি বহনকারী এ থেকে আগত লভ্যাংশের অধিকারী হন।[৩১]

৫. পূর্বসূরী অনেক আলিম তাঁদের রচিত অনেক গ্রন্থ বিক্রয় করেন। গ্রন্থ প্রণয়নে তাঁদের যে কালি, কাগজ ব্যয় হয়েছে তার চেয়ে অত্যন্ত চড়া মূল্যে সেসব গ্রন্থ বিক্রি হয়েছে। যেমন আবূ নু'আইম তাঁর "হিলয়াতুল আওলিয়া" গ্রন্থটি চারশত দিনারে বিক্রি করেন; ইমাম ইবন হাজার আল-আসকালানী তাঁর একটি গ্রন্থ বিক্রি করেন তিনশত দিনারে। তাদের এ কার্যক্রম সমসাময়িক কোন আলিম বিরোধিতা করেছিলেন বলে জানা যায়নি। যা থেকে প্রমাণিত হয়, পূর্বসূরীরাও গ্রন্থস্বত্বের বিষয়টি স্বীকৃতি দিতেন।[৩২]

৬. উপরের আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয়েছে, গ্রন্থস্বত্ব একটি বৈধ অধিকার ও সম্পদ। গ্রন্থকার, সঙ্কলক বা অনুবাদক গ্রন্থের স্বত্ব সংরক্ষণ করতে পারেন। ইচ্ছে করলে বিক্রি করতে পারেন। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া অন্য কেউ এ গ্রন্থ প্রকাশ ও বাজারজাতকরণের অধিকার রাখে না। এমনটি করা নাজায়িয ও হারাম হবে। অধিকন্তু, তা চুরি, ছিনতাই ও খেয়ানত বলে বিবেচিত হবে। কারণ, রাসূলে কারীম স. ইরশাদ করেন :

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ

কোনো মুসলমানের সম্পত্তি তার পূর্ণ সম্মতি-সন্তুষ্টি ছাড়া নেওয়া হালাল হবে না।[৩৩]

৭. নিম্নের হাদীস থেকেও গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষণ ও বেচাকেনা বৈধ হওয়ার দলীল গ্রহণ করা যায় :

مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ

---

৩০. আল-কুরআন, ৫৪ : ৫৩

৩১. এটি মূলত একটি ফিকহী কায়িদা (সূত্র) থেকে নিঃসরিত বিধান। কায়িদাটি হলো, الخراج بالضمان "ঝুঁকির ভিত্তিতে লাভ বণ্টিত হবে।" দ্র. ইবন নুজাইম, *আল-আশবাহ ওয়ান নাজাঈর* (দামিশক: দারুল ফিকর, ২য় সংস্করণ, ১৪২০হি.), পৃ. ১৭৫

৩২. আবূ যায়েদ বকর ইবন আব্দুল্লাহ, *ফিকহুন নাওয়াযিল* (বৈরূত: মুআস্‌সাসাতুর রিসালাহ, ১৯৯৬খ্রি.), খ. ২, পৃ. ১৪৩

৩৩. বায়হাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, হাদীস ১১৮৭৭

যে ব্যক্তি প্রথমে কোনো বস্তুর দিকে অগ্রসর হল, যার দিকে কোনো মুসলিম অগ্রসর হয়নি, তাহলে এটা তার।[৩৪]

অনাবাদি ভূমি দখল ও চাষাবাদ করলে মালিকানা ও স্বত্ব অর্জিত হওয়ার বিষয়টি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। সকল ফকীহ এ বিষয়ে একমত। এর ওপর কিয়াস ও অনুমান করে গ্রন্থস্বত্ব এবং আবিষ্কারস্বত্বের বিষয়ে বিধান জানা সম্ভব। আমরা সংক্ষিপ্ততার প্রতি লক্ষ্য রেখে মাত্র একজন ফকীহের ভাষ্য উল্লেখ করছি। বিশিষ্ট হাম্বলী ফকীহ ইবনে কুদামাহ রহ. লিখেন :

ومن تحجر مواتا وشرع في إحيائه و لم يتم فهو أحق به لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : [من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به] رواه أبو داود فإن نقله إلى غيره صار الثاني أحق به لأن صاحب الحق آثره به فإن مات انتقل إلى وارثه لقول النبي صلى الله عليه و سلم : [من ترك حقا أو مالا فهو لوارثه] وإن باعه و لم يصح لأنه لم يملكه فلم يصح بيعه كحق الشفعة ويحتمل جواز بيعه لأنه صار أحق به.

যে ব্যক্তি অনাবাদি ভূমিতে চিহ্ন দিল এবং চাষাবাদ শুরু করল কিন্তু শেষ হয়নি; তবুও সে এ ভূমির মালিকানা অর্জনে অন্যের চেয়ে অগ্রাধিকার পাবে। কেননা রাসূলে কারীম স. ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি প্রথমে কোনো বস্তুর দিকে অগ্রসর হল, যার দিকে কোনো মুসলমান অগ্রসর হয়নি, সে এর স্বত্বলাভে অগ্রাধিকার পাবে।" [ইমাম আবু দাউদ রহ. হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।] এখন এ ব্যক্তি অন্য কাউকে এ ভূমি দিয়ে দিলে সেও অগ্রাধিকার পাবে। কারণ, স্বত্বাধিকারী নিজের ওপর তাকে প্রাধান্য দিয়েছে। স্বত্বলাভকারী মৃত্যুবরণ করলে তার ওয়ারিসগণ মালিক হবে। এ ক্ষেত্রে রাসূলে কারীম সা. বলেন: "কেউ কোনো স্বত্ব বা সম্পদ রেখে মারা গেলে তার ওয়ারিসগণ পাবে।" আর যদি এ ব্যক্তি ওই স্বত্ব বিক্রি করে দেয়, তাহলে তার বিক্রয় জায়িয হবে না। কারণ, সে এটার মালিক হয়নি। তাই তার বিক্রিও বিশুদ্ধ হবে না। যেমন শুফ'আর অধিকার বিক্রি করা নাজায়িয। তবে আরেকটি মতানুযায়ী তার এ বিক্রয় বিশুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ, সে এ ভূমির মালিকানা লাভে অন্যের চেয়ে বেশি হকদার।[৩৫]

সুতরাং প্রতিভাত হল, গ্রন্থের লেখক বা অনুবাদক যেহেতু সকলের আগে কাজটি সম্পন্ন করেছে, তাই সে এর স্বত্বের মালিক। এ স্বত্ব নিজে সংরক্ষণ করতে পারবে, বিক্রি করাও বৈধ।

---

৩৪. আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, হাদীস : ৩০৭৩, অধ্যায় : بَاب فِى إِقْطَاعِ الأَرَضِينَ ; বায়হাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, হাদীস : ১২১২২

৩৫. মুওয়াফাকুদ্দীন ইবনে কুদামাহ, *আল-কাফী ফী ফিকহিল ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৪খ্রি.), খ. ২, পৃ. ২৪৩

দুই: গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষণ বা বেচাকেনা সম্পর্কে নেতিবাচক অভিমত

অন্য একদল আলিমের মত, গ্রন্থস্বত্ব রাখা অবৈধ। লেখক, সঙ্কলক বা অনুবাদক– কেউই গ্রন্থের স্বত্ব রাখতে পারবে না। বইটি দ্বারা সকলেই সমভাবে উপকৃত হতে পারবে, যে কেউ ছাপিয়ে বাজারজাতও করতে পারে। যেহেতু গ্রন্থস্বত্ব রাখা অবৈধ, তাই গ্রন্থস্বত্ব বিক্রি করাও বৈধ নয়। এ দলের মধ্যে রয়েছেন, মুফতী মুহাম্মদ শফী, আহমদ হাজ্জী আল-কুরদী, তাকী উদ্দীন নাবহানী প্রমুখ।[৩৬]

তাঁরা তাঁদের মতের পক্ষে যেসব প্রমাণ উপস্থাপন করেন তার মধ্যে রয়েছে:

১. গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত হলে ইলম প্রকাশে ও বিতরণে বাধা দেওয়া বলে গণ্য হবে এবং তা ইলম গোপন করার শামিল। ইলম গোপন করা বৈধ নয়। শরীয়তের ইলম গোপন করার ব্যাপারে স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা এসেছে। মহানবী স. বলেন:

من سئل عن علم ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار

কেউ কোন ইলমের বিষয় জিজ্ঞাসিত হওয়ার পর তা গোপন করলে কিয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরিধান করানো হবে।[৩৭]

অতএব, গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষণ করা নাজায়িয এবং বিক্রির বিধানও অনুরূপ।

২. কোনো গ্রন্থ ক্রয়কারী সবধরনের উপকার হাসিলের অধিকার পায়। সে নিজের টাকা দিয়ে বইটি কিনে এনেছে। বইটিতে তার অধিকার অর্জিত হয়েছে। কাউকে হাদিয়াও দিতে পারে, বিক্রিও করতে পারে। তদ্রূপ বইটি ছাপিয়ে বাজারজাতও করতে পারবে।

৩. তাঁরা বলেন, গ্রন্থস্বত্ব একটি নিরেট স্বত্ব; কোনো দৃশ্যমান বস্তু নয়। মাল হওয়ার জন্যে দৃশ্যমান বস্তু হওয়া আবশ্যক।[৩৮]

অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত মত

উপরে বর্ণিত উভয় পক্ষের মতামত ও দলীল-প্রমাণ আলোচনার পর আমরা মনে করি যে, প্রথম পক্ষের মতই অধিক যুক্তিযুক্ত ও তাদের উপস্থাপিত দলীল-প্রমাণ অধিকতর শক্তিশালী। কেননা, বিভিন্ন প্রকার সম্পদের মধ্যে মেধাসম্পদও এক ধরনের সম্পদ। একজন সৃজনশীল ব্যক্তি তার মেধা ব্যবহার করে এ সম্পদ অর্জন

---

৩৬. হুবাইলী, *আল-হুকুক আল-মুজাররাদা*, পৃ. ১৫১

৩৭. তিরমিযী, কিতাবুল ইলম, বাবু মা জায়া ফী কিতমানিল ইলম, হাদীস নং ২৬৪৯

৩৮. আবূ যায়েদ, *ফিকহুন নাওয়াযিল*, খ. ২, পৃ. ৯৭

করেন। অতএব, এর মালিকানা পাওয়ার অধিকার তারই। তাছাড়া যারা গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষণ ও বেচাকেনা অবৈধ মনে করেন তাদের উপস্থাপিত যুক্তি-প্রমাণ দুর্বল। আমরা উপরে উল্লেখিত তাদের দলিলের প্রতিউত্তরে বলতে পারি:

১. গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত রাখলে ইলম গোপন করা হয় না। গ্রন্থকার নিজে তার গ্রন্থ প্রকাশ করছে অথবা কোনো প্রকাশনীকে প্রকাশ করার অনুমতি দিয়েছে। গ্রন্থস্বত্বের প্রশ্ন তো গ্রন্থ প্রকাশ করার সময়ের আসে। তাই ইলম গোপন করার অভিযোগ অযৌক্তিক। দুয়েক জনের কাছে ইলম পৌঁছে দিলেও দায়িত্ব আদায় হয়ে যায়। একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কয়েকশ ছাত্র ভর্তি হওয়ার জন্যে পরীক্ষা দিলে কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠানের ধারণক্ষমতা ও সক্ষমতা অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ ছাত্রকে ভর্তির সুযোগ প্রদান করে। সবাইকে ভর্তি করে না। এখন কি এ কথা বলা যাবে যে, তারা ইলমকে গোপন রাখার গোনাহে লিপ্ত হল? কারণ, তারা সবাইকে ইলম শিক্ষা দেয়নি! তদ্রূপ এখানেও এ কথা বলা অবান্তর ও অযৌক্তিক।

২. এটি একটি যুক্তি মাত্র। যুক্তিটি অন্যায্য। বই কেনার দ্বারা সবরকমের অধিকার হাসিল হয় না। বাজার থেকে একটি বই কিনে এনে নিজের নামে ছাপিয়ে প্রকাশ করা কি জায়িয হবে? অন্যের বই নিজের নামে চালিয়ে দেওয়াও কি বৈধ? খেয়ানত হবে না? তাই যদি হয়, তাহলে বলুন, আমরা আমাদের টাকার মালিক। এখন এ টাকার মতো অনুরূপ টাকা ছাপিয়ে বাজারজাত করা কি বৈধ হবে? কখনোই বৈধ হতে পারে না। ঠিক তেমনি, বাজার থেকে একটি ব্রান্ড বা বিখ্যাত কোম্পানির কাপড় বা জুতা কিংবা অন্য জিনিস কিনে আনলেন। এখন কি ওই কোম্পানির লোগো নকল করে ওই পণ্য বানিয়ে বাজারজাত করতে পারবেন? বিষয়টি সম্পূর্ণ নাজায়িয। তদ্রূপ গ্রন্থ কিনে আনলেও তা ছাপিয়ে প্রকাশ করতে পারবে না, হারাম ও অবৈধ। কারণ, গ্রন্থটির স্বত্ব আরেকজনের। স্বত্বাধিকারীর অনুমতি ব্যতীত তার স্বত্বে হস্তক্ষেপ করা অন্যায় ও খেয়ানত বলে বিবেচিত হবে।

৩. আমরা শক্তিশালী দলিল-প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত করেছি যে, মাল হওয়ার জন্যে দৃশ্যমান বস্তু হওয়া আবশ্যক নয়। তাই তাঁদের এ বক্তব্যও একেবারেই অগ্রহণযোগ্য।

উপসংহার

গ্রন্থস্বত্ব অন্যান্য সম্পদের মতো একটি সম্পদ। প্রত্যেক মালিক নিজের সম্পদ সংরক্ষণের অধিকার রাখে এবং ইচ্ছে হলে তা বিক্রিও করতে পারে। গ্রন্থস্বত্ব এবং অন্য নিরেট স্বত্বসমূহও মাল বলে বিবেচিত হয়। তাই গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষণ করা বৈধ এবং এর বেচাকেনাও জায়িয। অনুমতি ছাড়া কারো স্বত্বে হস্তক্ষেপ করা অন্যায় ও চুরি। সুতরাং কোনো লেখকের স্পষ্ট অনুমতি ব্যতীত তার কোনো বই ছাপানো অথবা নিজের নামে চালিয়ে দেওয়া নাজায়িয। হ্যাঁ, লেখক যদি পরিষ্কার বলে দেয় যে, আমার অমুক বই অথবা আমার সকল বই যে কেউ ছাপিয়ে প্রকাশ করতে পারে, তখন তা বৈধ হবে। লেখক অথবা যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া কোনো বই প্রকাশ করা সম্পূর্ণ অবৈধ। এ বিষয়ে অনেকেই খেয়ানতের শিকার হচ্ছে। সর্বপ্রকার খেয়ানত থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।